গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ,সলিসিটর অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গন, ঢাকা।

১৯ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩৩.৫৬.০১০.১৪(বিবিধ)-৭১(১৪০) তারিখ----------
০৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ মাননীয় বিজ্ঞ আদালতের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) সলিসিটর অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১ এর ০৭/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১০.০০.০০০০.১৩৩.৫৬.০১০. ১৪(বিবিধ)-১১৩ নং স্মারক।

(২) সলিসিটর অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১ এর ০৭/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১০.০০.০০০০.১৩৩.৫৬.০১০. ১৪(বিবিধ)-৬২(১৪০) নং স্মারক।

ইহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সরকারি স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ আদালতের দেওয়ানি/ফৌজদারি মামলাসমূহের রায় ও ডিক্রি/আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল/রিভিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে, প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে এবং মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলার রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করার প্রস্তাব আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সলিসিটর উইং এ প্রেরন করা হয় না। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা তামাদি দোষে বারিত হওয়ায় আপিল/রিভিশন দায়ের করা সম্ভবপর হয় না। হলেও তামাদিতে বারিত হওয়ার কারণে বিজ্ঞ আদালত হতে কাঙ্খিত ফললাভ সম্ভব হয় না। ফলে সরকারি বহু জমি/সম্পত্তি বেহাত হওয়ার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হয়।

২। উল্লেখ্য যে, উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন দায়ের করার জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি একান্তভাবে আবশ্যক ঃ-

(ক) **দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রেঃ-** বিজ্ঞ আদালতের তর্কিত সকল রায় ও ডিক্রির জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), সাক্ষির জবানবন্দির জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), বিলম্বের ব্যাখ্যা এবং সরকারি কৌশুলীর (জিপি) এর মতামত ;

(খ) **ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রেঃ-** বিজ্ঞ আদালতের তর্কিত সকল রায় ও আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), এজাহার, ১৬৪ ধারার জবানবন্দি, চার্জশিট ও ১৬১ ধারার সাক্ষির জবানবন্দি ইত্যাদির জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি) এবং পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এর মতামত;

(গ) **রীট/আপিল মামলার ক্ষেত্রেঃ-** আর্জির পূর্ণাঙ্গ কপি, তর্কিত রায়/আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), গ্রাউন্ড অব আপিল, বিলম্বের ব্যাখ্যা, রুলনিশির কপি, দফাওয়ারি জবাব এবং মামলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি(যদি থাকে);

(ঘ) **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ-** আর্জির কপি, দফাওয়ারি জবাব, ওকালতনামা; **প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ-**তর্কিত রায়ের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), ওকালতনামা, আর্জির কপি ও বিভাগীয় মামলার কাগজপত্রাদি(যদি থাকে); **এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে লিভ-টু-আপিল দায়েরের ক্ষেত্রেঃ** প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল মামলার আর্জির কপি, দফাওয়ারি জবাব ও তর্কিত রায়/আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি)।

৩। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকগণকে দেওয়ানি, ফৌজদারি, রীট, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল মামলা সংক্রান্তে বিজ্ঞ আদালতের রায় ও ডিক্রি/আদেশের বিরুদ্ধে আপিল/রিভিশন দায়ের করার জন্য চূড়ান্ত সময়সীমার অন্ততঃ ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে আপিল/রিভিশন ইত্যাদি দায়েরের প্রস্তাব উপরোক্ত ২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ক্ষেত্রমতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অত্র সলিসিটর উইং-এ অবশ্যই প্রেরন করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

চলমান পৃঃ/২

৪। যে সমস্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সময়সীমা ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে সমস্ত মামলার আপিলের প্রস্তাব নির্ধারিত সময়সীমার অন্ততঃ ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

।

৫। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিলম্ব/তামাদি (Limitation) দোষে মামলা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যে রায় ঘোষণা/শুনানীর অব্যবহিত পরেই সার্টিফাইড কপি/নকল এর জন্য দরখাস্ত করতে হবে।

৬। উচ্চতর আদালতে আপিল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাবের সাথে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করার কারণে যদি সরকারি স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এবং সরকারি স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসক এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এর জন্য দায়ী হবেন। এক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাঁর নাম, পদবী উল্লেখপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা-তা জানাতে হবে। তামাদির মেয়াদ খন্ডনের (Condonation of delay) চিঠি আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট অপরাপর কাগজাদির সাথে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় আপীল বা রিভিউর প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে না।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সূত্রোক্ত পরিপত্রদ্বয় জারী করা হয়। কিন্তু কোন কোন দপ্তর/অফিস কর্তৃক উক্ত পরিপত্রের মর্মার্থ যথাযথ অনুসরণ না করায় দায়েরকৃত আপিল/রিভিশন মামলার সিংহভাগই বিলম্ব/তামাদিজনিত কারণে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক না-মঞ্জুর হয়। ফলে সরকারি স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়াসহ অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। সরকারি স্বার্থ ও অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিপত্রটি যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হ'ল।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী সচিব(প্রশাসন-১)
ফোনঃ ৫৫১১০৩৯৪ (অফিস)।

সদয় কার্যার্থে বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব/(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ).....(তাঁর অধিনস্থ সকল বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাকে সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে পত্রের গুরুত্ব অবহিত করার অনুরোধসহ)।

৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল).....

৪। বিজ্ঞ উপ-সলিসিটর, প্রশাসন/দেওয়ানী/ফৌজদারী/(রীট-১/২)/এটি/এএটি/সলিসিটর অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। জেলা প্রশাসক (সকল).....(তাঁর জেলার জিপি/পিপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে পত্রের গুরুত্ব অবহিত করার অনুরোধসহ)।

৬। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, আইন ও বিচার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

সদয় জ্ঞাতার্থে বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় এটর্নি জেনারেল মহোদয়ের একান্ত সচিব, এটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা। (বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।